গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ গত ১২/০৯/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
তারিখঃ ১২/০৯/২০১৮ খ্রি.
সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভায় জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে দেয়া হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২। সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, দেশের উন্নয়নের গতিধারার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অটোমেশন/ডিজিটাইজেশন প্রকৃতির প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। অতঃপর উপ প্রধান-কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ৭টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৭২৯.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থ বছরের আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ১৫০.৬৬২৫ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ২১% এবং বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে আগস্ট'১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০.৪১৮৩ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১%। আইএমইডি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী জুলাই'১৮ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতির হার ৩.৪৯%। সভাপতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্বরান্বিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে চলতি অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়নের নিমিত্ত এখন থেকেই সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

৩। পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃ

উপ প্রধান গত ২৩/০৭/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, গত সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মতামত আছে কিনা জানতে চান। গত সভার কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মতামত না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর তিনি প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

৪। প্রকল্পভিত্তিক আলোচনাঃ

(১) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প:

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পটি মূলত: ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট'১৮ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে

৫০.০০ কোটি টাকা (২৫%) এবং ব্যয় হয়েছে ০.০৪৩৪ কোটি টাকা (০.০২%)। এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, আগস্ট'১৮ পর্যন্ত ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৭৮টি ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস হস্তান্তর করা হয়েছে, ১৭০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, আরো ৭০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং ৬৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২২টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে উদ্ভুত নানাবিধ সমস্যার কারণে দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম বন্ধ আছে।

এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোর মধ্যে আরো ২টি অফিসের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে এবং ৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস উপকূলীয় হিসেবে বিবেচনা করে নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া, অন্যান্য সমস্যাগ্রস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো স্থাপনের বিষয়ে বিকল্প জায়গা নির্ধারণ করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে বলা হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, গত ১৩/০৯/২০১৮ তারিখে উক্ত প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে, সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর)।

(খ) সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আরডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর)।

(২) গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation) প্রকল্প, ১ম সংশোধিতঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে ২৫৫০টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে ৫০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ১৫২.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আগস্ট'১৮ পর্যন্ত ৩৮.১১৫০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের (২৫%) এবং ব্যয় হয়েছে ০.৪১৭৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.২৭%। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮০০টি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৬০০টিসহ সর্বমোট ৫৪০০টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৬ হাজার ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের বিপরীতে ২৫৫৩৬টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য মাঠ পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৯০৬৪টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আইএমইডি'র প্রতিনিধি বলেন, তিনি সুনামগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জের কয়েকটি গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন করেছেন। সেখানে প্রতিটি পরিবার ৩ শতকেরও কম জায়গা পাচ্ছে র্মমে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রতিটি পরিবারের অনুকূলে ন্যূনতম ৪ শতক জায়গা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করা হয়। সভায় আরো অবহিত করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরে অবশিষ্ট ১৯০৬৪টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার নিমিত্ত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে, মাঠ পর্যায়ে যেখানে গুচ্ছগ্রামের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে গুচ্ছগ্রাম অনলাইন/ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি অর্থ বছরে অবশিষ্ট ১৯০৬৪টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার নিমিত্ত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) মাঠ পর্যায়ে যেখানে গুচ্ছগ্রামের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে গুচ্ছগ্রাম অনলাইন/ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

(ঘ) প্রতিটি পরিবারের অনুকূলে ন্যূনতম ৪ শতক জায়গা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে (কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

(৩) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians) প্রকল্পঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এসএ, আরএস) খতিয়ানসমূহ ভূমি মালিকগণকে সহজে সরবরাহ এবং বিভিন্ন জরিপে প্রণীত ৪.৫৮ কোটি খতিয়ান ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে সেন্ট্রাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩১.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আগস্ট'১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় ও ব্যয় করা যায়নি কারণ উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ইতোমধ্যে(জুন ২০১৮ সময়ে) সমাপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৬৬,০০,২৪৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। আগস্ট'১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৪৭,৯৭,৪৮৫টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আরো ২,১৮,০২,৫৫৯টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করতে হবে।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, এ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ আরো ২ বছর বৃদ্ধিসহ খতিয়ান স্ক্যান করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সে মোতাবেক গত ১৫/০৫/২০১৮ তারিখে সংশোধিত প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ০৫/০৬/২০১৮ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করে প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে গত ২৮/০৬/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ৬ মাস বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি, চলতি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন এবং এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিকল্পনা কমিশনে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন এবং এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(৪) চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ), ২য় সংশোধিত প্রকল্প:

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, উপকূলীয় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলার দরিদ্র জনগণের দারিদ্রতা ও ক্ষুধা নিরসনের লক্ষ্যে নতুনভাবে জেগে উঠা চরের ২০ হাজার একর খাসজমি ১৪ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ০.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগস্ট'১৮ পর্যন্ত ০.০৪৭৫ কোটি টাকা (২৫%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ০.০২ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১১%। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে উপ প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন, মাঠ পর্যায়ে প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ৯৪% এবং কিছু জায়গার প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম আইনি জটিলতার কারণে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তবে এ জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমে কোন সমস্যা হবে না।

তাছাড়া, আগস্ট'১৮ পর্যন্ত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে ১৬,৫০৬টি (১১৭.৯০%), জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে ১৬,৪১৪টি (১১৭.২২%), কবুলিয়াত সম্পাদন করা হয়েছে ১৪,১৫৬টি (১০১.১১%), কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ১৩,৭২৯টি (৯৮.০৬%), খতিয়ান তৈরী করা হয়েছে ১৩,০৪৭টি (৯৩.১৯%) এবং খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে ১২,৮৬৮টি (৯১.৯১%)। এ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বরে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় একটি ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া গত ১৭/০৪/২০১৮ তারিখে এ প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ইফাদ সম্মতি প্রদান করেছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের আওতায় উড়ির চরকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে কমিশনার চট্টগ্রাম, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, এ প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গের প্রকল্প পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি সভা আহ্বান করতে হবে, ব্রিজিং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

(ক) এ প্রকল্পের আওতায় উড়ির চরকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে কমিশনার চট্টগ্রাম, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, এ প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গের প্রকল্প পরিচালকদের সমন্বরয় একটি সভা আহ্বান করতে হবে এবং ব্রিজিং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(৫) ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ঢাকায় অবস্থিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ভবনের নিচে নিয়ে এসে জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৮৫.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আগস্ট'১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় ও ব্যয় করা যায়নি কারণ উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ইতোমধ্যে(জুন ২০১৮ সময়ে) সমাপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধু বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য গত ০৫/০৬/২০১৮ ও ২৯/০৭/২০১৮ তারিখে আইএমইডিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, বেইজমেন্ট ফাউন্ডেশন/কলাম ঢালাইসহ ইতোমধ্যে ৩টি ছাদ ঢালাই হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১৮ মাসের মধ্যে বাকি ১০টি ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সভায় অবহিত করা হয় যে, মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এ প্রকল্পের কাজ নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন, ভবনে ব্যবহৃত কিউরিং ও রডের মান প্রতিটি পর্যায়ে বুয়েটের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, প্রকল্পের কার্যক্রম মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিবের সাথে যোগাযোগ করে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। তাছাড়া, চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)।

(গ) উক্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)।

(৬) সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

উপ প্রধান বলেন, নতুন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের মাধ্যমে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ভূমি অফিসে ভূমি রেকর্ডসমূহের সংরক্ষণ ও সরবরাহ করার উন্নত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ২৫০.০০কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আগস্ট'১৮ পর্যন্ত ৬২.৫০ কোটি টাকা (২৫%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৯.৯৩৭০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩.৯৭%। এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বলেন, গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৭৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসসহ মোট ৬৬৯টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগস্ট'১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৩১টি অফিসের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে এ বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ খাতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পের সাথে কয়েকটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম পুনরাবৃত্তির ফলে তা সংশোধন করার জন্য প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আগুন নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, রেকর্ড রুমের প্রয়োজনীয় সংস্থান রাখতে হবে এবং point of presentation(pop) এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সভায় অবহিত করা হয় যে, প্রয়োজনীয় সকল সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। তাছাড়া, সারাদেশে অবশিষ্ট ২০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ২টি পৃথক ডিপিপি (প্রতিটি ১০০০টি করে)মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। এ প্রকল্পের আওতায় কোথায় কোথায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আগুন নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা, রেকর্ড রুমের প্রয়োজনীয় সংস্থান এবং point of presentation(pop) এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)।

(খ) সারাদেশে অবশিষ্ট ২০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ২টি পৃথক ডিপিপি (প্রতিটি ১০০০টি করে) মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)।

(গ) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের অবস্থান ও বছরভিত্তিক তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)।

(৭) Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from 5th to 11th floor প্রকল্পঃ

উপ প্রধান বলেন, ভূমি সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, আবাসন সুযোগ সুবিধা প্রদান, ভূমি সেবা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং ভূমি সেবা ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৯.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আগস্ট'১৮ পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় এ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি কারণ ইতোমধ্যে(জুন ২০১৮ সময়ে) উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। উক্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সুপারিশ প্রদানের জন্য আইএমইডিতে গত ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সবগুলো ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।

(খ) প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।

৫। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ওপর আলোচনাঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১১টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলো ডিপিপি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
	সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	
১.	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প	গত ০৫/০৯/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	উক্ত প্রকল্পের ডিপিপির উপর গত ১২/০৬/২০১৮ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত প্রতিফলন সাপেক্ষ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপির জনবল নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh.	গত 16/08/2017 তারিখে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত 24/09/2017 ও 05/10/2017 তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাপ্রেইজাল সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলন সাপেক্ষে পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনও মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।
	কারিগরি প্রকল্প	
৪.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প	গত ১৭/০৯/২০১৮ তারিখে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
	সেক্টরঃ পানি সম্পদ	
৫.	মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প	গত ০৩/০১/২০১৮ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং উক্ত প্রকল্পটি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক এখনও প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
৬.	উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে। ডিপিপি'র উপর কিছু পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। উক্ত পর্যবেক্ষণগুলো প্রতিফলন সাপেক্ষ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য গত ০৪/০১/২০১৮ তারিখে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডকে বলা হয়েছে।
	সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
৭.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প	গত ২৭/০৪/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উপর গত ১৯/১০/২০১৭ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলন করে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮.	২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	উক্ত প্রকল্পের ডিপিপির উপর গত ১৭/১০/২০১৭ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। নক্সা প্রেরণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে।

৯.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীনে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প	গত ১৬/০১/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭/০৮/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৭/০১/২০১৮ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে রিকাস্ট ডিপিপির উপর একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।
১০.	বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	গত ২২/০৩/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২০/০৫/২০১৮খ্রি. তারিখে উক্ত প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলন সাপেক্ষ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গত ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, পিইসি সভায় উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে এলজিইডি'র পরিবর্তে pwdকে নির্ধারণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। সে মোতাবেক বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে pwd এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নক্সা প্রণয়ন করে ২০/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
১১.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্তঃ যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি, সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে সত্বর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনুরোধ করা হলো।

৬। আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০৭/১০/২০১৮

(শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.)
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়